COMPILED & CIRCULATED BY

DR. DIPAK SHOM

ASSISTANT PROFESSOR, DEPT.OF BENGALI, NARAJOLE RAJ COLLEGE

বীরাঙ্গনা

(শকুন্তলা পত্রিকা)

আলোচনা- ১ শকুন্তলা চরিত্র বিশ্লেষণ

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের শকুন্তলা পত্রিকা অবলম্বনে শকুন্তলার চরিত্র বিশ্লেষন করো।

'তিনি (গেটে) এক কথায় বলিয়াছিলেন কেহ যদি তরুণ বসন্তের ফুল ও পরিনত বসন্তের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহার পাইবে।'

—গৃহীতঃ 'শকুন্তলা'/'রবীন্দ্র সাহিত্য'/
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবযুগের নবচেতনার বাণীবাহক শ্রী মধুসূদন দত্তরচিত 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২ খ্রিঃ) বাংলা কাব্য সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন। রোমান কবি ওভিদের অনুসরনে রচিত হলেও আলোচ্য কাব্যের বিষয়বস্তু তার উপস্থাপন রীতি রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে, এই কাব্যেই মধুসূদন রুদ্ধ দ্বার নারী কুল ভাষা দিয়েছেন, এ ভাষা কখনও প্রতিবাদের, আবার কখনও আপন হৃদয়ে সংগুপ্ত গভীরতর অনুরাগের। সমালোচক যোগীন্দ্রনাথ বসু তাই যথার্থই বলেছেন —

'তাঁহার প্রতিভা মেঘনাদবধকাব্যের গাম্ভীর্য এবং ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য একত্রে সম্মিলিত করিতে প্রযুক্ত হইল; ইহার ফল বীরাঙ্গনা কাব্য।' আলোচ্য শকুন্তলা পত্রিকায় এই মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম পত্র দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা। পত্রিকাটি স্মরন পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত। ভরতীয় পুরানের শকুন্তলা নব রূপে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য পত্রিকায়, যে দুষ্মন্তকে কালের শকুন্তলার সঙ্গে পরিনয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যিনি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ছিলেন যে শীঘ্রই শকুন্তলাকে রাজ অন্তঃপুরে স্থান দেবেন ও সেই দুষ্মন্তের অপ্রত্যাশিত বিস্মরনে শকুন্তলার হৃদয়ে রক্ত ক্ষরন ঘটেছে। শকুন্তলার হৃদয়ের মৌক্তিক উদ্ভাসিত হয়েছে আলোচ্য পত্রিকায়, একই সঙ্গে মুক্ত হয়েছে শকুন্তলার ভাগ্য বিড়ম্বিত অতীত জীবনের স্মৃতি, প্রেম বঞ্চিত নারী মনস্তত্ত্বের অপূর্ব উন্মেষে পত্রিকাটি অনন্য। সমালোচক ড. বিপ্লব কুমার চক্রবর্তী পত্রিকাটি প্রসঙ্গে বলেছেন —

'কি নেই এই পত্রিকায়? ভালবাসা, প্রেমের স্বপ্ন বিধুরতা, আত্মনিবেদনা, বিচ্ছেদ কাতরতা, বিষন্নতার অশ্রুসিক্ত বেদনা কিন্তু হৃদয়ের মর্মভেদী হাহাকার — — — এরই নিরিখে আলোচ্য রচনার প্রয়াস।

শকুন্তলা তপোবন পালিতা নারী, তপোবনের মুক্ত পরিবেশের মতো তাঁর স্বভাব ও সুকোমল, তাই স্বামী পরিত্যক্তা শকুন্তলার বক্তব্যে কোমলতা স্থান পেয়েছে —

'বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ মোরে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?'

দুষ্মন্তের আগমনের অপেক্ষায় শকুন্তলা অধীরা। তাই রাজপথের ধারে কিছু ধূলি রাশির উড়ে চলার মধ্যে তিনি দুষ্মন্তের আগমন প্রত্যাশা করেছেন কিন্তু শকুন্তলার এই সকল আশা দুরাশারই নামান্তর —

"কিন্তু মৃগয়া ক্লান্ত! কি লোভে ধাইবে
আর মৃগী, লোভী অলি এ মুখ নিরখি, —
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?"

শকুন্তলার এই বক্তব্যে অভিমানের সুর ধ্বনিত হলেও, তা বলা বাহুল্য অনুচিত আচরণের প্রতিবাদিনী হয়নি তিনি।

অতীতের মিলন মধুর স্মৃতি শকুন্তলার হৃদয় বেদনাকে ভীষণভাবে করে তুলেছে। ধূপের মতো নিজে জ্বলে পুড়ে ছাই হলেও কখনও তিনি দুষ্মন্তের প্রতি বিদ্বেষ দেখাননি, এমনকি সখীদের কাছেও এই হৃদয় বেদনা গোপন রেখেছেন, কারণ পাছে তারা দুষ্মন্তের নিন্দা করে বসে —

"নিন্দে অনসূয়া সবে মন্দ কথা কয়
অকারণে প্রিয়ম্বদা তোমায়, কি বলে,
ক্ষমাবে এদোষ মম, কহ তা দাসীরে?"

দুর্ভাগ্য পীড়িত এই জীবনের জন্য শকুন্তলা দুষ্মন্ত অপেক্ষা নিজের ভাগ্যকে অধিক দায়ী করেছেন —

"ছিরে অভাগিনী আমি! জনক জননী
ত্যজিলা বৈমাত্রে মোরে, না জানি, কি ফলে?
পরাশ্রে বাঁচিলাম — সুরের সদনে!
এ সব যৌবন তবে ত্যজিলা কি দুমিত
জ্ঞানপতি?"

শকুন্তলার এই হৃদয় বেদনার অরূপ উপলব্ধিতেই আমাদের পরিচয় ঘটে। শকুন্তলা ভারতীয় নারী এ কারণে তাঁর চরিত্রে গভীর পাতিব্রত্য স্থান পেয়েছে। স্বামিতনয়া শকুন্তলার মনে ঐশ্বর্যের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা; তাই তো কেবলমাত্র স্বামীর সেবার মধ্য দিয়ে জীবন চরিতার্থ করার বাসনা —

"কিন্তু, নাহি লোভে দাসী বিভব। সেবিবে
দাসী ভাবে পা দুখানি — এই লোভ মনে,
এই চির আশা, নাথ, এ সেবুর হৃদয়ে।"

শকুন্তলার এই হৃদয় বাসনাই চরিত্রটিকে লোভনীয় করে তুলেছে। শকুন্তলা আশাবাদী নারী তাই জীবনের সংকটময় মুহূর্তেও তিনি আশা ত্যাগ করতে পারেননি, গভীর বেদনার মধ্যেও তিনি প্রতীক্ষা করেছেন দুষ্মন্ত তাঁর কাছে ফিরে আসবেন, আর এ জন্যে তাঁকে বলতে শোনা যায় —

"কিন্তু মনে মান জন, জানিয়াছি, সুধু
তুমি, আর কিছু, যদি না পাও সন্ধানে!
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে?"

ভারতীয় পুরাণের শকুন্তলা অপরূপ মধুসূদনের শকুন্তলা আরও বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, শকুন্তলার প্রেমের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ সুর ভুলে ধরে তাঁকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।